হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
এর প্রধান সমন্বয়কারী ও
মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ
এর কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং: ০৫-১৭০৬২০০৮

১২ জমাদিউস সানি, ১৪২৯ হিজরী
১৭ জুন, ২০০৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশিত 'সমঝোতার' রাজনীতি বাংলাদেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করবে

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ আজ (১৭ জুন, ২০০৮) এক বিবৃতিতে বলেন, "রাজনৈতিক অঙ্গনে চলমান ঘটনাপ্রবাহ অর্থাৎ রাজনৈতিক সমঝোতা, সংলাপ ও শেখ হাসিনার মুক্তি - সবই বিদেশীদের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে, যা বাংলাদেশকে একটি 'তাঁবেদার' রাষ্ট্রে পরিণত করবে। একথা সবারই জানা যে ২০০৬ সালের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পিছনে দায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ, যারা বাংলাদেশের উপর পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য তৎপর। তাদের এই তৎপরতারই ফসল হচ্ছে ১/১১-এর পট পরিবর্তন। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অব্যাহত ছিল। এই বিদেশী শক্তিসমূহের নির্দেশেই ফখরুদ্দীন সরকার বিগত দেড় বছর দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, মাইনাস টু ফর্মুলাসহ অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কিছুদিন আগে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস প্রথম 'ব্যক্তিগত' সফরে বাংলাদেশে আসার পরপরই 'সংলাপ' শুরু হয়। আর তার দ্বিতীয় 'ব্যক্তিগত' সফরের পর দেখা যায় শেখ হাসিনার মুক্তি। এই ঘটনার আগে ও পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি সংশ্লিষ্ট সকল দলের 'সমঝোতা'র উপর ক্রমাগত গুরুত্বারোপ করে আসছে। আর বাংলাদেশে শিগগিরই স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলে বৃটেন আশা প্রকাশ করেছে এবং ভারত এই ঘটনাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে স্বাগত জানিয়েছে।

বাংলাদেশে এখন যেভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশিত 'সমঝোতার' রাজনীতি চলছে, ঠিক একই রাজনীতি তারা পাকিস্তানেও চাপিয়ে দিয়েছিলো। বাংলাদেশেও একইভাবে বিদেশীদের নির্ধারিত ছকে পাকিস্তানের মতো 'সমঝোতার' রাজনীতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফখরুদ্দীন সরকার ও বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সাম্রাজ্যবাদীদের খেলার ছকের বাইরে যাবার কোন ক্ষমতা নেই। চলমান রাজনৈতিক সমঝোতা ও দুই নেত্রীর মুক্তির বিষয়টি তারই ধারাবাহিকতার অংশ। সুতরাং, একথা সুস্পষ্ট যে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার তোয়াক্কা না করে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি পর্দার অন্তরালে পরিচালিত হচ্ছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের উপর বিদেশীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় থাকলে এদেশ সব সময় অস্থিতিশীল থাকবে এবং সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। বিদেশীরা বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে দিবে, সচেতন দেশবাসী তা কখনোই মেনে নেবেনা।" তাই বাংলাদেশকে ঘিরে বিদেশীদের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা এবং খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ জনগণকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রেরণকারী

Mohiuddin Ahmed

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৮
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org
www.khilafat.org
www.khilafah.com